নির্বাচিত হাদিসের অনুবাদ ও শিক্ষা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

*বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, কর্ম এবং সমর্থনকে হাদিস বলে। মূলত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শের লিখিত রূপই হাদিস। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদিস। আল-কুরআন ইসলামি জীবন বিধানের মূলনীতি উপস্থাপন করেছে, আর হাদিস তার **ব্যাখ্যা**-বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা তুলে ধরেছে। ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিসের মাধ্যমেই সম্ভব।*

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিসের সংখ্যা লক্ষাধিক। এ ইউনিটে পনেরটি গুরুত্বপর্ণ হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৫ দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : হাদিস-১ : ইসলামের বুনিয়াদ

পাঠ-২ : হাদিস-২ : ইমানের শাখা-প্রশাখা

পাঠ-৩ : হাদিস-৩ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা

পাঠ-৪ : হাদিস-৪ : মুনাফিকের পরিচয়

পাঠ-৫ : হাদিস-৫ : আল্লাহর পথে দান ও কল্যাণময় জ্ঞানের মাহত্ম্য

পাঠ-৬ : হাদিস-৬ : বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন

পাঠ-৭ : হাদিস-৭ : মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য

পাঠ-৮ : হাদিস-৮ : আত্মসংযমের গুরুত্ব

পাঠ-৯ : হাদিস-৯ : অশ্লীলতা পরিহার

পাঠ-১০ : হাদিস-১০ : বৃক্ষ রোপণের উপকারিতা

পাঠ-১১ : হাদিস-১১ : ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততার গুরুত্ব

পাঠ-১২ : হাদিস-১২ : আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা

পাঠ-১৩ : হাদিস-১৩ : হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

পাঠ-১৪ : হাদিস-১৪ : তিনটি ভালো কাজ যা মৃত্যুর পরও উপকারে আসে

পাঠ-১৫ : হাদিস-১৫ : হারাম খাদ্যের পরিণাম।

পাঠ-১: হাদিস-১: ইসলামের বুনিয়াদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- হাদিসের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুনিয়াদ,নামায, সালাত, মাবুদ, মনিব, বান্দা, একত্ববাদ, যাকাত, হজ্জ, মুত্তাফাকুন আলাইহি।

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- (متفق عليه)

অনুবাদ

১. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত :

এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ (মাবুদ-মনিব) নেই এবং অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

عن-থেকে, হতে। ابن-পুত্র, ছেলে। عن ابن عمر (رضى)-হযরত ওমর (রা)-এর ছেলের নিকট থেকে। قال-তিনি বলেছেন। بنى الاسلام- ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। على-উপরে। خمس-পাঁচ। شهادة-সাক্ষ্য দেওয়া। ان-যে। لا اله-কোন ইলাহ নেই। الا-বরং, ব্যতীত। الا الله-আল্লাহ ব্যতীত। شهادة ان لا اله الا الله- সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। وان محمد-এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স)। عبده- তাঁর বান্দাহ। ورسوله-এবং তাঁর রাসূল। اقام-কায়েম করা। الصلوة-সালাত। واقام الصلوة- এবং সালাত কায়েম করা। وايتاء- এবং দেওয়া, প্রদান করা। الزكوة-যাকাত। وايتاء الزكوة-এবং যাকাত প্রদান করা। والحج-এবং হজ্জ করা। وصوم رمضان-এবং রমাযান মাসে রোযা রাখা।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পাঁচটি স্তম্ভ বা ভিত্তির ওপর এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য হাদিসটিতে উক্ত পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। কোন একটি তাঁবু কিংবা প্রাসাদ যেমন কতগুলো স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ইসলামি জীবন বিধানও মূল পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদ বা তাঁবুর কোন একটি স্তম্ভ যদি দুর্বল হয়, তবে পুরো প্রাসাদ এবং তাঁবু উভয়ই দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। আর যদি ঐগুলো মজবুত ও ত্রুটিহীন হয় তাহলে প্রাসাদ এবং তাঁবুটিই মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবন বিধানের ভিত্তিগুলো যত মজবুত হবে ইসলামের ভিত্তি তত মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। ইসলামের ভিত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

১. ঈমান গ্রহণ

ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল ঈমান। ইমানের অর্থ হল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি। প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের এ কথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহর নিরেট একত্ববাদের পরিবর্তে ইহুদিরা নিজেদের পণ্ডিত-পুরোহিতদের আল্লাহর আসনে আসীন করে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করছে। তাদের নবী হযরত উযাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরাও তাদের নবী হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেছে। মুশরিকগণ অসংখ্য দেব-দেবীকে এমনকি সাপ, বিচ্ছু, পাথর এবং তুলসী গাছের মধ্যেও দেবত্ব আবিষ্কার করে এক আল্লাহর পরিবর্তে তাদের উপাসনা করছে। ইসলাম উপরিউক্ত সব ধরনের শিরক ও শিরকের উপলক্ষ দূর করে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতিকেই ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২. সালাত কায়েম

একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয় তখন সর্বপ্রথম দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার ওপর পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত আদায় করার কর্তব্য আরোপিত হয়।

৩. যাকাত আদায়

হাদিসে সালাতের পরই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায় যে, ইসলামে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। আল-কুরআনে যে যে স্থানে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় সেসব স্থানেই সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করতে হবে বাইতুলমাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের মাধ্যমে। ইসলামি সমাজে কোন মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামি রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

৪. রোযা পালন

প্রতিটি মুমিনের ওপর রমযানের পুরো একমাস রোযা পালন করতে হয় । রোযা পালনের মাধ্যমে সংযম, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৫. হজ্জ পালন

দৈহিক, আর্থিক ও পথের নিরাপত্তা আছে এমন সামর্থ্যবান মুমিনের জীবনে একবার বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ পালন করতে হবে। এ হজ্জ পালনের দ্বারা তার মধ্যে আল্লাহ প্রেম ও বিশ্বমানবতার সাথে একত্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সারসংক্ষেপ

মানুষ আল্লাহর আনুগত্য প্রধান পাঁচটি উপায়ে পেশ করতে পারে, তাই আরকানে ইসলামকে এ পাঁচটি ভিত্তির ওপর সীমিত করা হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম শাব্দিক অর্থে এ পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যেই সীমিত। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের নামই ইসলাম। কেউ এ পাঁচটি কাজ সম্পন্ন করলেই ইসলামের সমগ্র দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না। সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব এবং মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতকে মেনে নিয়ে সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম ইত্যাদি ইসলামের ইবাদাতকে যথাযথভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ইসলামের বুনিয়াদ বিষয়ক হাদিসখানি অর্থসহ মুস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২। ইসলামের প্রথম ভিত্তি কী ?

(ক) ঈমান (কালিমা) (খ) নামায

(গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৩। ইসলামি রাষ্ট্রে কার মাধ্যমে যাকাত আদায় করতে হবে ?

(ক) ব্যক্তির মাধ্যমে (খ) সমাজের মাধ্যমে

(গ) রাষ্ট্রের মাধ্যমে (ঘ) চেয়াম্যানের মাধ্যমে

৪। মুমিনের জন্য কখন হজ্জ ফরয হবে ?

(ক) যখন দৈহিক সামর্থ্য থাকবে (খ) যখন আর্থিক সামর্থ্য থাকবে

(গ) যখন পথের নিরাপত্তা থাকবে (ঘ) যখন দৈহিক, আর্থিক ও পথের নিরাপত্তা থাকবে

৫। 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' অর্থ কী ?

(ক) ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র.) একই বর্ণনাকারী হতে হাদিস সংকলন করেছেন

(খ) ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র.) ভিন্ন বর্ণনাকারী হতে যে হাদিস হাদিস বর্ণনা করেছেন

(গ) ইমাম বুখারি (র) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে

(ঘ) ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদিস বর্ণনাকরেছেন

৬। রোযা পালনের মাধ্যমে অর্জিত হয় -

i.সংযম ii. আত্মশুদ্ধি

iii.আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাছের মিয়া নিজকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন, কিন্তু মুসলিম হওয়ার জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা তার মধ্যে নেই। মুখে মুখে তিনি নিজকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবি করেন। অথচ প্রতিনিয়ত শিরক করে। নামাযের সময় হলে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। যাকাত প্রদানের সামর্থ্য থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন। অসুস্থতার কথা বলে প্রতি বছরই রোযা ভঙ্গ করেন। এমনকি হজ্জ করা থেকেও বিরত থাকেন। এর পরও নাছের মিয়া বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঈমানদার বলে পরিচয় দিতে পিছপা হন না।

ক. ঈমান কী ? ১

খ. 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কোন ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় না করতে চায় - সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কীরূপ হবে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাছের মিয়ার আচরণ হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-২: হাদিস-২ : ইমানের শাখা-প্রশাখা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলাহ, লজ্জাশীলতা, শাখা, রাস্তা, হায়া।

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ- (متفق عليه)

অনুবাদ

২.হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ইমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টটি হচ্ছে একথা বলা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর ক্ষুদ্রতমটি হচ্ছে, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ইমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

الايمان-ঈমান, বিশ্বাস। بضع-অংশ, টুকরা, তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন একটি বেজোড় সংখ্যা। شعبة-শাখা। افضل-সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ। افضلها-এদের মধ্যে সর্বোত্তম। قول-বলা, কথা। ادنا-ক্ষুদ্রতম, নিকৃষ্টতম। اماطة- সরিয়ে দেওয়া, দূর করা। الاذى-কষ্টদায়ক বস্তু, কাঁটা বা এমন বস্তু যা চলার সময় পায়ে লাগলে কষ্ট হতে পারে। عن الطريق- রাস্তা থেকে। والحياء- লজ্জা, শরম।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমত

ঈমান শুধু আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ স্বীকৃতির সাথে সাথে আরও তিয়াত্তর থেকে উনাশিটি করণীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো সম্পাদন করা না হলে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাকে ইমানের অঙ্গীভূত করে জনসেবার অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জনসেবামূলক কাজ না করা কিংবা এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা পূর্ণাঙ্গ ইমানের লক্ষণ নয়। সুতরাং জনসেবায় আত্মনিয়োগ না করে কেবল ইবাদাত-বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত

লজ্জাশীলতাকে ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ঘোষণার মাধ্যমে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলোকে ঈমান বহির্ভূত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপর একটি হাদিসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই'। লজ্জা মানুষের ভূষণ। লজ্জাশীলতা মানুষকে অসংখ্য পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। লজ্জাহীন পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা সমাজে নানা প্রকার অনাচার সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়।

بضع শব্দের দ্বারা ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত যে কোন একটি বেজোড় সংখ্যা বুঝায়। সুতরাং بضع দ্বারা ৭৩ থেকে ৭৯ পর্যন্ত যে কোন বেজোড় সংখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি এ কথা বলে যে, ইমানের পঁচাত্তর কিংবা সাতাত্তরটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে তবে ভুল হবে না। মূলকথা হল ইমানের ছোট বড় ৭৩ থেকে ৭৯টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

শিক্ষা : এ হাদিস থেকে যে সব **শিক্ষা** লাভ করি, তা হল-

১. ঈমান ইসলামের মৌল ভিত্তি।
২. ইমানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আছে।
৩. ইমানের সর্বোত্তম শাখা হল তাওহীদে বিশ্বাস।
৪. এক আল্লাহকে ইলাহ এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া।
৫. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত বন্দেগী করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া।
৬. গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা।
৭. ইমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হচ্ছে রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।
৮. মানুষের চলার অসুবিধা হয়, এমন কোন জিনিস মল, মূত্র। ময়লা আবর্জনা, কাঁটা, কলার খোসা, কাঁচ ভাঙা ইত্যাদি না ফেলা। কেউ এমন ক্ষতিকারক কিছু ফেললে, তা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য।
৯. অহেতুক বারবার রাস্তা খোঁড়া উচিত নয়। এত নাগরিকদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
১০. লজ্জা ইমানের অন্যতম অঙ্গ।
১১. লজ্জা মানুষকে সর্বপ্রকার, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে রক্ষা করে।
১২. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে লজ্জাশীল হওয়া উচিত। লজ্জা মানুষের ভূষণ স্বরূপ। কাজেই আমাদের সকলকেই লজ্জাশীল হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

ইমানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদানপূর্বক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার আমল ও অনুশীলন করা প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'বিদউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) জোড় সংখ্যা (খ) বেজোড় সংখ্যা
(গ) নির্দিষ্ট সংখ্যা (ঘ) অনির্দিষ্ট সংখ্যা

২। 'বিদউন' শব্দটি কত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ?

(ক) ১ থেকে পর্যন্ত ৩ (খ) ২ থেকে ৫ পর্যন্ত
(গ) ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত (ঘ) ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত

৩। ইমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি ?

(ক) ৩০টির বেশি (খ) ৫০টির বেশি

(গ) ৭০টির বেশি (ঘ) ৮০টির বেশি

৪। ইমানের সর্বোচ্চ শাখা কোনটি ?

(ক) নামায (খ) রোযা

(গ) কালিমা (ঘ)যাকাত

৫। ইমানের সর্বনিম্ন শাখা কোনটি ?

(ক) মানুষকে খাওয়ানো (খ) মানুষকে লেখা শেখানো

(গ) মানুষকে পড়া শেখানো (ঘ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

৬। লজ্জাশীলতাকে ইমানের শাখা বলার কারণ হলো -

i.নির্লজ্জতা ii. অশ্লীলতা

iii. বেহায়াপনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রফিক ও আরমান একই ক্লাসে পড়ে। রফিক খুবই চঞ্চল ও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে। অপর দিকে আরমান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রফিক টিফিন আওয়ারে খাবার খেয়ে ময়লাগুলো ক্লাসেই ফেলে রাখে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। কিন্তু আরমান খাবার খেয়ে ময়লাগুলো নির্ধারিত ঝুড়িতে রাখে। ফলে সবাই তাকে খুবই পছন্দ করে।

ক. উল্লিখিত হাদিসটিতে কয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ? ১

খ. ইমানের সত্তরটিও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. রফিক ও আরমানের স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ করুন। ৩

ঘ. রফিকের কর্মকান্ড হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ-৩ : হাদিস-৩ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন ;
- বাস্তব জীবনে এ হাদিসের ব্যাখ্যা, শিক্ষা লাভ করতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ঈমানদার, মুহাব্বাত, সাহাবায়ে কিরাম, রাসূলের আদর্শ, ওলাদ, ওয়ালিদ।

وَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ- (متفق عليه)

অনুবাদ

৩. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি [মুহাম্মদ (স)] তার-নিকট তার পিতা, সন্তানাদি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হব। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

لايومن-ঈমানদার হবে না, ঈমান আনবে না, বিশ্বাস করবে না। احدكم- তোমাদের কেউ। اكون-আমি হই। احب- বেশি প্রিয়, অধিক প্রিয়। والده - তার পিতা-মাতা। ولد-সন্তান। والناس اجمعين - এবং সকল মানুষ।

ব্যাখ্যা

একজন মানুষকে প্রকৃত মুমিন-মুসলিম হতে হলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য ও ত্যাগের মনোভাব পোষণ করতে হবে তা এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিজের ও অন্যান্য আপনজনের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি এই আনুগত্য ও ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র হকদার। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা করেছেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

" নবী মুমিনদের নিকট নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর" (সূরা আহযাব- ৩৩ : ৬)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রকৃত উদাহরণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে তাঁরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন, তাঁকে রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে জীবন দিয়েছেন। আনুগত্য করতে গিয়ে জীবনের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ত্যাগ করে রাসূলের (স) সঙ্গী হয়েছেন। নিজেদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর চাচা আবু তালিবও ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালোবাসা ভাতিজা হিসেবে ছিল, রাসূলুল্লাহ হিসেবে ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে অধিক ভালোবাসার অর্থ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে ঘৃনা করা কিংবা উপেক্ষা করা নয় ; বরং এর অর্থ হল প্রয়োজনের সময় এদের আকর্ষণ পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন লোক অসুস্থ ছেলেমেয়েকে বাসায় রেখে চাকরি ক্ষেত্রে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও অন্যান্য জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য চলে যায়; তখন এ কথা বলা হয় না যে, ছেলেমেয়ের জন্য তার অন্তরে দরদ নেই। এর দ্বারা ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ত্যাগ করা বুঝায়।

শিক্ষা

আমাদেরকে এ হাদিস থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে-

১. আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।
২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করতে হবে।
৩. রাসূলুল্লাহ (স)-কেই একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে।
৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ নিজ জীবন ও সমাজে চালু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম চালাতে হবে।
৫. তাঁকে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন এক কথায় সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে।
৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালোবাসাকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বদা ও প্রস্তুত থাকতে হবে। এসবই এ হাদিসের মূল শিক্ষা।

সারসংক্ষেপ

রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- ১. তাঁর আদর্শ গ্রহণ, ২. পালন, ৩. রক্ষা করা, ৪. এর জন্য জীবন উৎসর্গ করা, ৫. তাঁর আনীত শরীআতকে ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করা, নবি (স) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ এবং জীবন উৎসর্গ করা। পিতামাতা, সন্তানাদি ও অপরাপর মানুষের ওপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা অনুভব করতে না পারলে ইমানের পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জিত হয় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নবী প্রেমের দু'টো উদাহরণ ইতিহাস থেকে লিখে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ওয়ালাদুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পিতা (খ) সন্তান
(গ) মাতা (ঘ) ভাই

২। 'বিশ্বাসীদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও কে বেশি প্রিয় ?

(ক) সাহাবায়ে কিরাম (রা) (খ) হযরত আবূ বকর (রা)
(গ) রাসূলুল্লাহ (স) (ঘ) হযরত ফাতেমা (রা)

৩। ঈমানদারের একমাত্র আদর্শিক নেতা কে ?

(ক) রাসূলুল্লাহ (স) (খ) হযরত আবূ বকর
(গ) সাহাবায়ে কিরাম (ঘ) হযরত ফাতেমা (রা)

৪। রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো -

i. তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা ii. তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করা
iii. তাঁর শরীআতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

বিশ্ববাসীদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও মহানবী (স) অধিক প্রিয়।

৫। মহানবীকে ভালোবাসা কিসের অংশ ?

(ক) ইমানের অংশ (খ) অমানতদারীতার অংশ

(গ) আদলের অংশ (ঘ) অঙ্গীকারের অংশ

৬। রাসূলুল্লাহ (সা এর ভালোবাসা পেতে হলে অমাদের করনীয়-

i. রাসূলকে সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা ii. রাসূলের আদর্শকে গ্রহণ করা

iii. রাসূলুল্লাহ (স) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুহাদ্দিস মাওলানা আসমত হাদিসের দরস দিতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক এমনকি প্রতিবেশীকেও ভালোবাসবে। তবে এ ভালোবাসার গভীরতা আমাদের প্রিয় নবী (স)-এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না। তাই মহানবী (স)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে। প্রাপ্য অধিকার অনুযায়ী অন্যান্য মানুষের প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।

ক. মুহাব্বত কী ? ১

খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসার পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ২

গ. রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি সাহাবায়ে কিরাম কীভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিলেন ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুহাদ্দিস সাহেবের বক্তব্য হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৪: হাদিস-৪ : মুনাফিকের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুনাফিকের পরিচয় সম্পর্কিত হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হাদিসের শিক্ষা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুনাফিক, নিফাক, ওয়াদা, বিশ্বাসঘাতকতা, খিয়ানত, আলামত।

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ- (متفق عليه)

অনুবাদ

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স) হতে বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকের (কপট বিশ্বাসীর) নিদর্শন তিনটি :

যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; যখন সে ওয়াদা করে, তখন সে তার বিপরীত করে এবং যখন তার নিকট কোন জিনিস আমানত বা গচ্ছিত রাখা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

اية --চিহ্ন, পরিচয়। منافق-কপট। ثلاث- তিনটি। كذب -মিথ্যা বলে। وعد - ওয়াদা করে। اخلف-খেলাফ করে, ভঙ্গ করে। اوتمن-আমানত রাখা হয়। خان-খেয়ানত করে, আত্মসাৎ করে।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে মুনাফিকদের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকরা কপট এবং বন্ধুর বেশে মারাত্মক শত্রু। তারা মুখে ইমানের কথা বললেও অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। তারা মুখে যা বলে; কাজ করে তার বিপরীত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২য় রুকুতে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি তাদের সম্পর্কে সূরা 'মুনাফিকুন' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই নাযিল হয়েছে। উক্ত সূরায় তাদের বহুবিধ দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য। কারণ কাফেররা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কারণে তাদের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ কিন্তু মুনাফিকরা বন্ধুর বেশ ধারণ করে বলে তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করা খুবই কঠিন। এমনকি রাসূলে করীম (স) ও তাদের দ্বারা বহু কষ্ট পেয়েছেন। এরা মুসলিমদের চরম শত্রু। বিশ্বাসঘাকতা এদের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" (সূরা নিসা-৪:১৪৫)

ছদ্মবেশী গোপন শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন হাদিসে তাদের কতিপয় নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসেও তাদের বড় বড় তিনটি আলামত তুলে ধরা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা ও আমানতের খেয়ানত করা তাদের স্বভাব। অপর একটি হাদিসে তাদের আরেকটি স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। তা হল- কারও সাথে বিতর্ক বা ঝগড়া লাগলে তারা অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

শিক্ষা

এ হাদিস থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তা হল-

১. মুনাফিকি মারাত্মক গুণাহের কাজ।
২. মুনাফিকরা ইসলামের ঘোর দুশমন। কখনও মুনাফিকি আচরণ করা উচিত নয়।
৩. মুনাফিকরা সুযোগ সন্ধানী। এরা মুসলিম দলের মধ্যে আসে সুযোগের সন্ধানে। সুযোগ ফুরালে এরা কেটে পড়ে। তাই মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৪. মুনাফিকদের চেনার উপায় হচ্ছে ৩টি : সত্য না বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা। এবং আমানতের খিয়ানত করা। যাদের মধ্যে এরূপ দোষ দেখা যাবে, মনে করা হবে এরাই মুনাফিক। কাজেই এদের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হবে।
৫. নিজেরা কখনও মুনাফিকি কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া উচিত নয়।
৬. মুনাফিকরা বিশ্বাসঘাতক ও মুসলিম উম্মাহর ঘোর শত্রু। তাই এদেরকে চিহ্নিত করা দরকার।
৭. মুনাফিকরা কাফিরদের থেকেও নিকৃষ্ট ও জঘন্য চরিত্রের লোক।

অতএব মুনাফিকির মত জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ হতে আমাদের বেঁচে থকতে হবে।

সারসংক্ষেপ

মুসলিমদের মুনাফিকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। উপরোক্ত হাদিসে যে তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে মূলত এ তিনটি লক্ষণই মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এগুলো যাতে মানবজীবনে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় সরলমনা বিশ্বাসীরা প্রতি ক্ষেত্রে ধোঁকা খেয়ে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলবে। হাদিসে মুনাফিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে কেউ এ দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন না করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, মুনাফিকদের সম্পর্কিত এ হাদিসটি অর্থসহ মুখস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'মুনাফিক' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশ্বাসী (খ) কপট
(গ) অবিশ্বাসী (ঘ) খাঁটি মুসলিম

২। 'মুনাফিকের' আলামত কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

৩। পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় মুনাফিকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ?

(ক) সূরা বাকারায় (খ) সূরা ত্বীনে

(গ) সূরা নাসে (ঘ) সূরা কাউসারে

৪। মানুষের দ্বিমুখী নীতির ওপর ভিত্তি করে কোন সূরা নাযিল হয়েছে ?

(ক) সূরা বাকারা (খ) সূরা মুনাফিকুন

(গ) সূরা নাস (ঘ) সূরা কাউসার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহজান্নামের সর্বনিম্নস্তরে শাস্তি ভোগ করবে।

৫। মুনাফিকের আলামত কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

৬। মুনাফিকী থেকে বিরত থাকা সম্ভব হলে-

i. মারাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে ii. শত্রুতা থেকে অত্মরক্ষা করা সহজ হবে

iii. সকলের ভালোবাসা পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একবার টেলিভিশনের টকশোর আলোচনায় আলোচকগণ বলেন, মানুষের মধ্যে দুমুখো নীতি প্রকটভাবে দেখা যায়। কথা বলে এক রকম আর কাজ করে অন্য রকম। আজকাল নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ সমাজের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তারা স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যান। রহমত আলী এমনই একজন ব্যক্তি। তার এমন নীতিতে এলাকার জনগণ খুবই অসন্তুষ্ট। রহমত আলীর চরিত্রের মধ্যে ভালো মানুষের লক্ষণ দেখা যায় না।

ক. মুনাফিকি কী ? ১

খ. 'নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে'-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মুনাফিক চেনার উপায় কী ? ব্যাখা করুন। ৩

ঘ. রহমত আলীর চরিত্রে কোন বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৫: হাদিস-৫ : আল্লাহর পথে দান ও কল্যাণময় জ্ঞানের মাহাত্ম্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাসাদ, তাওফিক, হিংসা, ফাসাদ, পরশ্রীকাতরতা, গিবতা, মহাপাপ, হিকমাত।

٦. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرَضِىَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا - (متفق عليه)

অনুবাদ

৫. হযরত ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : দু'জন লোক সম্পর্কে ঈর্ষা করা সংগত, একজন হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দান করেছেন এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করার ক্ষমতা ও তাওফিক দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ হিকমাত- জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে ও লোকদেরকে তা শিক্ষাদান করে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

حسد-হিংসা। لاحسد- অর্থ হিংসা বা ঈর্ষা নেই। হাসাদ (حسد) এর আভিধানিক অর্থ, হিংসা করা, ঈর্ষা করা, ঈর্ষাপোষণ করা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ-অপরের ধন-সম্পদ দেখে অন্তরে জ্বলে মরা এবং তার ধন-সম্পদ ও সুখ সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা করা, তা নিজে অর্জন করুক বা না করুক। ইসলামি শারীআতে হাসাদ নিষিদ্ধ। আর অন্যের সম্পদ নষ্ট না হয়ে অনুরূপ সম্পদ নিজে পাওয়ার ইচ্ছাকে গিব্তা (غبطة) বলা হয়। গিবতা জায়িয। এ হাদিসে 'হাসাদ' বলতে 'গিবতা' বুঝানো হয়েছে।

الحكمة-জ্ঞান-বিজ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, জ্ঞান ও নিখুঁতভাবে উপলব্ধিকরণ, বিচার ইত্যাদি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী 'ওহী' কে হিকমাত বলেছেন। কুরআন ও হাদিসে এটা দ্বীনের বর্ণনায় ও দ্বীনের আহকাম অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিসেও এটা ইলমে দ্বীনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে আল্লাহর পথে দন-সম্পদ ব্যয়, জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিচার ফায়সালা করা এবং মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে।

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা জঘন্য মানসিকতার পরিচায়ক। হিংসা মানুষের সৎ কার্যগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠ জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলে। হিংসা শব্দের অর্থ হল পরশ্রীকাতরতা, মানুষের সুখ-সুবিধা দেখে সহ্য করতে না পারা এবং মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করা।

সুতরাং অত্র হাদিসে বর্ণিত হাসাদ (حسد) শব্দের আভিধানিক অর্থ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নয়, বরং এখানে হিংসার অর্থ হল কোন মানুষের ধন-সম্পদ, সুখ-সুবিধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে মনে মনে এমন ভাব পোষণ করা যে, আমিও যদি তার ন্যায় ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করতে পারি, তবে এ সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা তার মত কিংবা তার চেয়েও বেশি করে সৎকর্ম সম্পাদন করব এবং বেশি লোকের উপকার করব। এরূপ সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অবৈধ নয় ; বরং বৈধ, প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য।

শিক্ষা

অতএব আমরা এ হাদিস হতে যে শিক্ষা পেলাম তা হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। আর তা তাঁরই পথে ব্যয় করতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তার মতো নিজেকে গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা করা প্রশংসনীয় কাজ, যা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

৩. দান-খয়রাত, সমাজ সেবামূলক কাজ, সাদকায়ে জারিয়ামূলক সেবা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং এসব ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। তাতে আল্লাহ খুশি হন।

৪. অপর মানুষের অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় এমন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা অপরাধ।

৫. কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে ঈর্ষা খুবই নিন্দনীয় কাজ।

৬. ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহর দান। আর তদনুযায়ী নিজে চলা ও লোকদেরকে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করাও প্রশংসনীয় কাজ।

৭. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দান এবং প্রচার করাও মহৎ কাজ।

৮. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকাই শ্রেয়।

৯. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য ব্যাপৃত থাকা এবং ন্যায় ইন্‌সাফ কায়েমের জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা খুবই কল্যাণকর কাজ।

সারসংক্ষেপ

কেউ যদি কারও কোন সৎ কাজ দেখে সে কাজে তাকে অতিক্রম করার উদ্দেশে তার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, কিংবা দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে কারও সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে এটাকে হিংসা বলা যাবে না। ইসলামে এটাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কেননা সৎপথে ব্যয় বলতে দান-খয়রাতে, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ, কিংবা সমাজসেবা বা জনহিতকর কার্যে দান করাকে বুঝায়, যা প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত। সুতরাং এ ধরনের সৎ কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকে হিংসা বলা যায় না। এটা অবৈধ নয়; বরং প্রশংসনীয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নিজ নিজ জীবনের পাঁচটি সমাজ কল্যাণমূলক কাজের উদাহরণ দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা যায় ?

(ক) এক ব্যক্তির (খ) দুই ব্যক্তির
(গ) তিন ব্যক্তির (ঘ) চার ব্যক্তির

২। 'হাসাদ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ভালোবাসা (খ) হিংসা-বিদ্বেষ
(গ) প্রশংসা করা (ঘ) সমালোচনা করা

৩। হাদিসে 'হাসাদ ' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ?

(ক) গিবত (সৎ প্রতিযোগিতা) (খ) হিংসা
(গ) ঈর্ষা (ঘ) সমালোচনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রহিমউদ্দীন সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে পরিচিত। তিনি সমাজের অনেক গরীব লোকদের সাহায্য করেন। তার দেখা দেখি ছোট ভাই করিম উদ্দীন ও এলাকার গরীব লোকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

৪। 'হাসাদ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি ?

(ক) গিবতা (খ) কিযবুন
(গ) ইলমুন (ঘ) গোলামুন

৫। যে সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার জন্য ইসলামে সম্মতি রয়েছে-

i. বৈধভাবে অথ উপার্জনের প্রতিযোতা ii. জ্ঞান অর্জনের প্রতিযোগীতা
iii. ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাসুম ও মামুন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা উভয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেন। কিন্তু লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ কারণে তারা উভয়েই সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়। ইসলামে এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈধ।

ক. হাসাদ কী ? ১
খ. হাদিসে হিকমত বলতে কী বুঝানো হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসা করা যায় ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুম ও মামুনের প্রতিযোগিতার স্বরূপ- হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-৬ঃ হাদিস-৬ : বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বন্ধুত্ব, ধর্ম, বিধান, দ্বীন, মুমিন, খোদাভীরু,অসৎ, দুশ্চরিত্র।

٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلْ- (احمد، ابوداؤد، ترمذى)

অনুবাদ

৬. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। (মুসানাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

শব্দার্থ

المرء- মানুষ, ব্যক্তি, লোক। ينظر -দেখে নেয়। دين-ধর্ম। দ্বীন ইসলাম মানে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম নামে যে জীবন বিধান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীন মানে মতাদর্শ, মতবাদ, ধর্ম ও জীবন বিধান। خليل-বন্ধু। يخالل-বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসখানিতে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদিসে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের ওপরে মহানবী (স) আলোকপাত করেছেন। মহানবী (স) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। কেননা মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর মত, পথ, স্বভাব, আদর্শ ও ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই এক বন্ধু অপর বন্ধুর প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলায় এ মর্মে একটি প্রবাদ আছে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"।

দুই বন্ধুর একজন যদি ধার্মিক হয়, তবে অন্যজনও বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ধার্মিক হয়ে থাকে। বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বে ভালোরূপে দেখে নেয়া কর্তব্য যে, লোকটি ভালো, না মন্দ স্বভাবের। অপর এক হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি যে জাতির লোকদের বেশ-ভূষা, চাল-চলন অনুসরণ করবে সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে।" কাজেই যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিশ্বাস করে, যারা সৎকাজে অভ্যস্ত, যারা ধর্মপ্রাণ, সদাচারী, সৎস্বভাব বিশিষ্ট, মুত্তাকী-তারাই কেবল মুমিনদের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত। তাদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।

পক্ষান্তরে যারা অসৎ, ঝগড়াটে, অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত কিংবা অবিশ্বাসী, কপট প্রকৃতির তাদের সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কেননা এদের বন্ধুত্ব কেবল লোক দেখানো, যা নিঃস্বার্থ হতে পারে না। এরা সুখের সময় স্বীয় স্বার্থের লোভে বন্ধুত্ব করবে, কিন্তু স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে কিংবা স্বার্থ উদ্ধার হলে অথবা বিপদে পড়লে তখন কেটে পড়বে।

বন্ধু নির্বাচনের পূর্বে হবু বন্ধুকে ভালোভাবে দেখে শুনে পরখ করে নিতে হবে। অন্যথায় এর পরিণাম দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ হতে বাধ্য।

শিক্ষা

এ হাদিসের মূল শিক্ষা হচ্ছে-

১. মানুষ বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়;
২. মানুষ তাঁর বন্ধুর ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৩. এক বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ অপর বন্ধুর ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।
৪. বন্ধুত্ব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
৫. ধার্মিক ও আদর্শবান লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।
৬. অসৎ, দুশ্চরিত্র, লম্পট, অধার্মিক লোকের সাথে কখনও বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআনে মুমিনদেরকে-মুমিনদের ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত একজন মুমিনের বন্ধুত্ব করতে হলে একজন আদর্শবান ও মৌলিক মানবীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুমিনের সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ব্যক্তি জীবনে বন্ধুর প্রভাব" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মানুষ কার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় ?
(ক) শিক্ষকের আদর্শ দ্বারা (খ) বন্ধুর আদর্শ দ্বারা
(গ) পিতার আদর্শ দ্বারা (ঘ) নেতার আদর্শ দ্বারা

২। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করলে কী হয় ?
(ক) অমুসলিম হয় (খ) ক্ষতি হয়
(গ) লাভ হয় (ঘ) হিংসা হয়

৩। কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিৎ ?
(ক) ভালো মানুষদের সাথে (খ) ব্যবসায়ী মানুষদের সাথে
(গ) সবার সাথে (ঘ) সুদখোরদের সাথে

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মুহাইমিনুল ইসলাম ৮ম শ্রেণি ছাত্র। প্রথম থেকেই সে ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু কিছু দিন হল মহল্লার একটি ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। সেও ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। ছয়মাস যেতে না যেতেই তারা উভয়ে নানা ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। মুহাইমিনুল ইসলাম স্কুলের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করতে থাকে।

৪। মানুষ কার দারা প্রভাবিত হয় ?

(ক) বন্ধুর দারা (খ) শিক্ষকের দারা

(গ) ব্যবসায়ীর দারা (ঘ) ডাক্তার দারা

৫। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়-

i. স্বভাব চরিত্র ii. সৎকাজে অভ্যস্থ ব্যক্তি

iii. মুমিন মুত্তাকী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

সুমন ও সুজন একই ক্লাসে পড়ে। তবে উভয়ের স্বভাব-চরিত্রে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সুমন নিয়মিত ক্লাস করে, যথাসময়ে নামায-রোযা আদায় করে, খেলাধুলা করে, পরীক্ষায় কখনো নকল করে না। সব দিকই তার ভালো। বছর শেষে পরীক্ষার ফলাফলও খুব ভালো হয়। কিন্তু সুজন নিয়মিত নামায-রোজার ব্যাপরে আন্তরিক নয়। এমনকি খেলাধুলাও করে না। কেবল আজে-বাজে ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। পরিশেষে দুষ্ট ছেলেদের পাল্লায় পড়ে পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়। তাই সুমন সব সময় সুজনকে এড়িয়ে চলে।

ক. মানুষ কার দ্বারা প্রভাবিত হয় ? ১

খ. "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" ব্যাখ্যা করুন ; ২

গ. ভালো বন্ধু কে হতে পারে ? ভালো বন্ধুর গুনাবলি লিখুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুজনের কর্মকান্ড হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। ক

পাঠ-৭: হাদিস-৭ : মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জুলুম, ইরশাদ, মুসলিম, আখুন, ইরশাদ, দুশমন, হাজাত, সম্প্রীতি।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ- (متفق عليه)

অনুবাদ

৭. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : "এক মুসলিম অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচারও করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

المسلم-একজন মুসলিম। اخ-ভাই। يظلمه-সে তাকে অত্যাচার করবে। لايظلمه- সে তাকে অত্যাচার করবে না। و لا يسلمه- এবং তাকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করবে না।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক কি এবং একের প্রতি অপরের কর্তব্যই বা কি তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং ভাইয়ের কর্তব্য হল তার ভাইকে বিপদাপদে সাহায্য করা এবং শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"নিশ্চয় মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও।" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১০)

কোন মুসলিমকে অত্যাচার করা যাবে না। এবং তাকে কোন অবস্থাতেই দুশমনের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। আপন ভাইয়ের বিপদের সময় অপর ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তেমনি এক মুসলিম ভাইও অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপদাপদ দূর করার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থায় সাহায্য করবে। এ মর্মে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

وَاللهِ فِى عَوْنِ العَبْدِمَا كَانَ العَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।" (মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। এক মুসলমানের বিপদে অপর মুসলমানের এগিয়ে না আসার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিমগণ নিজেদের ভোগ-বিলাস ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা পরিহার করে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো, তাহলে বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের এ দুর্দশা হত না। অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে অপর মুসলিম এগিয়ে না আসার কারণে জাতি হিসেবে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য থেকেও বঞ্চিত।

শিক্ষা

১. মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই।
২. এক মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করতে পারে না।
৩. তাকে শত্রুর নিকটও সোপর্দ করতে পারে না।
৪. সর্বদা এক মুসলিম আরেক মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা কর্তব্য।
৭. মুসলিমদের স্বার্থ হানিকর ও ক্ষতিকর কোন কাজ করা যাবে না।
৮. মুসলিম ভাই কোন অন্যায় করলে তা সংশোধন ও ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।
১০. আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় চললে তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে।

সারসংক্ষেপ

এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা অনুচিত। অত্যাচার-নিগ্রহ করা অন্যায়। শত্রুতা করা এবং শত্রুর হাতে সপর্দ করা ইমানের পরিপন্থী কাজ। অতএব, আল্লাহ আমাদের উল্লিখিত হাদিসের **শিক্ষা** গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে অনুশীলনের সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক হাদিসটির তাৎপর্য নিয়ে শিক্ষার্থী একটি পাঠচক্র আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের কী ?

(ক) আত্মীয় (খ) ভাই
(গ) প্রতিবেশী (ঘ) শত্রু

২। এক ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইয়ের কর্তব্য হলো -

i.বিপদাপদে সাহায্য করা ii. শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা iii. শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। "নিশ্চয় মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই" -এটি কোন্ সূরার অংশ ?

(ক) সূরা বাকারা (খ) সূরা নূর

(গ) সূরা হুজুরাত (ঘ) সূরা নাবা

৪। আল্লাহ কতক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন ?

(ক) যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে

(খ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন জীবজন্তুর সাহায্য করতে থাকে

(গ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিবেশের প্রতি সাহায্য করতে থাকে

(ঘ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজের প্রতি সাহায্য করতে থাকে

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিশ্চয় মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই

৫। কার পরস্পর ভাই ভাই ?

(ক) মুসলিম (খ) হিন্দু

(গ) খ্রিস্টান (ঘ) বৌদ্য

৬। এক ভাইয়ের প্রতি আরেক ভাইয়ের দায়িত্ব হলো-

i. আপদ মিমাংশা করা ii. শত্রুতা না করা

iii. বিপদ আপদে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জিসান ও মিনার দুই বন্ধু। তারা উভয়েই কলেজে পড়াশোনা করে। একদা দু'জনই বই কেনার জন্য নীলক্ষেত বইয়ের মার্কেটে যায়। বিভিন্ন দোকান ঘোরাঘুরি করে তারা দু'জনেই দুটি পছন্দের বই ক্রয় করে। জিসান যথারীতি বইয়ের দাম পরিশোধ করে। কিন্তু মিনার বইয়ের দাম পরিশোধ করতে পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে, তার টাকা চুরি হয়ে গেছে। এতে মিনারের মন খুব খারাপ হয়। জিসান তার বন্ধু মিনারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে বন্ধু টাকার কোন চিন্তা করবে না-আমি তোমার বইয়ের মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি।

ক. 'মুসলিম' কী ? ১

খ. এক মুসলিম অপর মুসলমানের ভাই'-এর ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. জিসানের ভূমিকা উল্লিখিত হাদিসের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ? ৩

ঘ. বিশ্বমুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের করণীয় বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৮: হাদিস-৮ : আত্মসংযমের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গযব, কুস্তিগীর, বীরশ্রেষ্ঠ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-(متفق عليه)

৮. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: শক্তিশালী সে ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

ليس-নয়। الشديد- শক্তিশালী। الصرعة- কুস্তি লড়া। الغضب- ক্রোধ, রাগ।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসখানিতে মহানবী (স) বলেছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর তিনি প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর নন। কেননা কুস্তিতে জয়লাভ করা তার দৈহিক শক্তির একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু এতে মানবিক শক্তি ও মনোবলের পরিচয় মেলে না। ক্রোধের সময় সাধারণত মানুষ নিজকে সামলাতে পারে না। যিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজের মনুষত্ববোধ বজায় রেখে কাজ করতে পারেন, সত্যিকার অর্থে তিনিই প্রকৃত বীর। হাদিসে তাকেই বীরশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ক্রোধ দমন করা বীরত্বপূর্ণ কাজ। কেননা ক্রোধের সময় মানুষ যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। মারামারি, খুন-খারাবি এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও যুদ্ধ বাঁধিয়ে বিশ্বমানবতাও ধ্বংস করতে পারে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই বিশ্ব ইতিহাসের পাতা উল্টালে বিভিন্ন যুদ্ধের পরিণামের দিকে তাকালে। কিন্তু ক্রোধের সময় নিজকে সংযত রাখা সাধারণ লোকের পক্ষে আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। এটা মহাবীরত্বেরই কাজ।

ক্রোধ একটা হীন কু-প্রবৃত্তি। এ হীন কু-প্রবৃত্তিই সমাজ, রাষ্ট্রে-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল উৎস। ইসলাম তাই এ কু-প্রবৃত্তি ক্রোধকে মোটেই পছন্দ করে না। সুতরাং যিনি নিজকে ক্রোধ অবস্থায় সংযত রেখে আত্মার ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম, তিনিই যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ।

ক্রোধ দমনের উপায়

কখনও কোন মানুষের মধ্যে ক্রোধ নামক কু-প্রবৃত্তি প্রবল হলে একে দমন করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন–

১. ক্রোধ অগ্নিতুল্য এবং তার গতি ঊর্ধ্বমুখী। তাই ক্রোধের উদ্রেক হলে দাঁড়ানো হতে বসে পড়তে হয়; বসা অবস্থায়ও দমন না হলে শুয়ে পড়তে হয়। এভাবেই ঊর্ধ্বমুখী ক্রোধ নিম্নগামী হতে পারে।

২. ক্রোধের সময় মানুষের ওপর শয়তান ভর করে। সুতরাং শয়তানকে দূর করার জন্য "আউযুবিল্লাহি" পাঠ করা হলে অথবা উযু করে নিলে ক্রোধ দমন হতে পারে।

৩. উপরের দুটি উপায় অবলম্বনের পরও যদি ক্রোধ দূর না হয়, তবে দু'রাকআত নফল নামায পড়তে হয়। নামায পড়ার পর আর ক্রোধ থাকতে পারে না।

শিক্ষা

এ হাদিসের মূল **শিক্ষা** হল–

১. বীরত্বের লক্ষণ বা পরিচয় পেশী শক্তি প্রদর্শনের মধ্যে নয়।

২. সংযম ও ধৈর্যের সাথে ক্রোধ সংবরণের মধ্যে বীরত্ব ফুটে উঠে।

৩. ক্রোধ বা রাগ মুমিন চরিত্রের কাম্য নয়।

৪. ক্রোধ সংবরণ করতে না পারলে জীবনে ও সমাজে বহু অনিষ্ট সাধিত হয় এবং সমাজ-সভ্যতা বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৫. ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক লোপ পায় এবং মানুষ তখন পশুর ন্যায় দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে।

৬. জ্ঞানী ও সুস্থ বিবেকবান মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

সারসংক্ষেপ

যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় তা দমন করতে পারে, সেই প্রকৃত বাহাদুর ও শক্তিশালী। ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক লোপ পায় এবং মানুষ তখন পশুর ন্যায় দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে। এটা জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। কাজেই আমরা সর্বদা ক্রোধ নামক কু-রিপুকে দমন করে প্রকৃত বীর হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা বিশ্ব দরবারে ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শ তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

উক্ত হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা সর্বদা ক্রোধ নামক কু-রিপুকে দমন করে প্রকৃত বীর হয়ে রাষ্ট্র, সমাজ তথা বিশ্বের দরবারে ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শ তুলে ধরা জাতিকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নিজের জীবনে কে কত বার ক্রোধ দমন করে বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তা পরস্পর তুলে ধরুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তি কে ?

(ক) যিনি ক্রোধের সময় নিজকে দমন করতে পারেন
(খ) পেশি শক্তিতে শক্তিমান ব্যক্তি
(গ) সন্ত্রাসী ও সংগ্রামী
(ঘ) মাস্তান ও বিপ্লবী।

২। ক্রোধ দমন করা কেমন কাজ ?

(ক) কাপুরুষের কাজ (খ) বীরত্বের কাজ
(গ) মুমিনের কাজ (ঘ) মুনাফিকের কাজ।

৩। ক্রোধ দমন করার উপায় হলো -

i. দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়তে হয় ii. বসে থাকলে শুয়ে পড়তে হয়
iii. উযু করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। ক্রোধের সময় মানুষের ওপর কী চেপে বসে ?

(ক) জিন (খ) মানুষরূপী শয়তান
(গ) শয়তান ভর করে (ঘ) শত্রু ভর করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মানুষের মধ্যে এমন কিছু কু প্রবৃত্তি রয়েছে যা মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। তাই সমস্ত রকমের কু প্রভৃত্তির থেকে দূরে থাকতে হবে-

৫। উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে-

(ক) ক্রোধ ইসলামে বৈধ নয় (খ) শক্তি প্রদর্শন করতে হবে
(গ) ক্ষমতা প্রদর্শন করতে (ঘ) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে।

৬। উদ্দীপকের অন্যতম শিক্ষা হলো-

i. ক্রোধ থেকে বিরত থাকতে হবে ii. মারামারি হতে দূরে থাকতে হবে
iii. মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাসির উদ্দীনরা চার ভাই। তার সর্বশেষ ভাই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। পাড়ার সব ছেলে দলবেঁধে স্কুলে যায় আবার দল বেঁধে স্কুল থেকে ফেরে। ফেরার পথে সব বন্ধু মিলে ফুটবল খেলতে মাঠে নামে। খেলা ভালোই চলছিল। হঠাৎ একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে লেগে গেল মারামারি। মারামারিতে এক পর্যায়ে নাসির উদ্দীনের ছোট ভাইয়ের হাত ভেঙ্গে যায়। নাসির উদ্দীনরা এলাকার মধ্যে খুবই ক্ষমতাশালী। তিনি ইচ্ছা করলে এর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বরং অন্যদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে পাঠালেন এবং নিজের আপন ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন।

ক. মুত্তাফাকুন আলাইহি কী ? ১
খ. বীরত্বের লক্ষণ পেশী শক্তি প্রদর্শনের মধ্যে নয়- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. নাসির উদ্দীনর চরিত্রে কোন গুণের প্রকাশ পেয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন ৩
ঘ. প্রকৃত বীরের পরিচয় হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠ-৯: হাদিস-৯ : অশ্লীলতা পরিহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অশ্লীলতা, পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, নিকৃষ্ট।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ- (متفق عليه)

অনুবাদ

হযরত 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতার ভয়ে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

শব্দার্থ

شر- নিকৃষ্ট। الناس-মানুষ। تركه الناس -মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। فحشه- যার অশ্লীলতা।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে রাসূলে করীম (স) অশ্লীলতাকে একটি মারাত্মক ও ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় মানুষকে গালাগালি করে, মানুষ তাকে ঘৃনার চোখে দেখে। কেউ তাকে কোন কাজে লাগাতে চায় না এবং কোন কাজে তার সহকর্মী, সহযোগী এবং সহগামী হতে চায় না। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (স) অশ্লীল চরিত্রের মানুষকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللِّعَانِ وَالْفَاحِشَ

"পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও নির্লজ্জ চরিত্রের ব্যক্তি মুমিন নয়।" (তিরমিযী)

অশ্লীল বাক্যে মুখ অপবিত্র হয়, মনকে কলুষিত করে, মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। মানুষকে পশুর স্তরে নিপতিত করে। রাসূলুল্লাহ (স) অশ্লীলতাকে মুনাফিকির একটি চিহ্ন ও নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই রাসূলে করীম (স) যার চরিত্র অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, তাকে মানব জাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

যার চরিত্র এই দোষে দুষ্ট, সে যদি তা ত্যাগ করে ভালো হতে চায় তবে তাকে সালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। কেননা একমাত্র নামায তাকে এ দোষ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ

" নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত-৪৫)

শিক্ষা

হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা নিন্দনীয় এবং জঘন্য অপরাধ।

২. অশ্লীল ও লজ্জাহীন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম।

৩. যে ব্যক্তি অন্যায় অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাকে ঘৃনা করেন।

৬. এ দোষ হতে মুক্ত ও পবিত্র হতে চাইলে নামাযের অভ্যাস করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে আলোচ্য হাদিসের **শিক্ষা** গ্রহণে তাওফিক দান করুন। (আমীন)।

সারসংক্ষেপ

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা মানবচরিত্রের ভূষণ। আর অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা মন্দ চরিত্রের মধ্যে জঘন্যতম। এ নিকৃষ্ট স্বভাব মানুষকে পশুর চেয়ে অধম করে। যার ঈমান নেই- তার লজ্জা নেই। আর যার লজ্জা নেই তার দ্বারা এমন কোনো মন্দ কাজ নেই যা সে করতে পারে না। কাজেই অশ্লীলতা পরিহার করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসটি মুখস্থ করে টিউটরকে শোনান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। অশ্লীলতা কেমন কাজ ?

(ক) ঘৃনার কাজ (খ) আধুনিক কাজ

(গ) উত্তমকাজ (ঘ) অপছন্দনীয় কাজ।

২। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা কী ধরনের গুনাহ ?

(ক) ছগীরা গুনাহ (খ) কবীরা গুনাহ

(গ) মোটামুটি গুনাহ (ঘ) বেশি গুনাহ

৩। অশ্লীল বাক্য ব্যবহারে

(ক) মানুষ ভয় পায়। (খ) মানুষ সমীহ করে

(গ) মুখ অপবিত্র হয় (ঘ) মানুষ ঘৃনা করে

৪। ইসলামে কীসের স্থান নেই ?

(ক) ভদ্রতার (খ) অশ্লীলতার

(গ) ঘৃনার (ঘ) বিপদের

৫। যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে সে-

i. মুমিন নয় ii. অশ্লীলতা মুনাফিকির লক্ষণ

iii. অশ্লীলতা ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে.

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে।
৫। কোন মানুষ সবেচেয়ে নিকৃষ্ট ?
(ক) যার মধ্যে অশ্লীলতা বিদ্যমান (ক) যিনি দেখতে কালো
(গ) যিনি অন্ধ (ঘ) যিনি পঙ্গু
৬। মুমিনের বৈশিষ্ঠ্য হলো-
i. যিনি পর নিন্দা হতে মুক্ত ii. যিনি অশ্লীলতা হতে মুক্ত
iii. যিনি নির্লজ্জ চরিত্র হতে মুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,
মুমতাহানার বাবা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের একজন শিক্ষক। মুমতাহানা একজন হিজাবধারী শিক্ষার্থী। হিজাব পরেই সে কলেজে যায়। একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় তার বান্ধবী সুমাইয়াকে বাসায় নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর মুমতাহানার বাবাও বাসায় উপস্থিত হন। তিনি মেয়ের বান্ধবীকে অনৈসলামিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি মেয়েটিকে কিছুই বললেন না। মেয়েটি যাওয়ার সময় ইসলামে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি বই উপহার দিলেন। পরবর্তীতে বাবা তাঁর মেয়েকে অশালীন মেয়ের সংগ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

ক. হযরত আয়েশা (রা) কে ছিলেন ? ১
খ. ইমানের পরিচয় দিন। ২
গ. বাবা কেন তার মেয়েকে অশালীন মেয়ের সংগ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩
ঘ. অশ্লীলতার কুফল হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠ-১০: হাদিস-১০ : বৃক্ষ রোপণের উপকারিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বৃক্ষরোপণ, সাদাকাহ, মরুকরণ, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, ইনসান।

١٠. عَنْ اَنَس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَّغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً- (متفق عليه)

অনুবাদ

১০. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: যদি কোন মুসলিম একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোন শস্য ফলায় এবং তা হতে কোন মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু আহার করে, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

مسلم-কোন মুসলিম। يزرع-রোপণ করে, লাগায়। غرس-চারা, গাছ। او-অথবা। يزرع-বপন করে, ফলায়। زرعا-বীজ, শস্য। فياكل-অতঃপর খায়, ভক্ষণ করে। فياكل منه-অতঃপর তা থেকে খায়, ভক্ষণ করে। انسان-মানুষ। الطير-পাখি। بهيمة-পশু। صدقة- দান, সাদাকা।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করাসহ পশু-পাখির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। গাছ বিশেষ করে, ফলজ গাছ মানুষের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান সর্বাধিক। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মরুকরণ, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রতিরোধে গাছের অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া গাছ মানুষকে ছায়া, জ্বালানি, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য পুষ্টি ও অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে ও বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণপূর্বক মানুষের জীবন রক্ষা করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ ও বনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের কথা বর্তমান সভ্য জগৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে বুঝলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তা দেড় হাজার বছর পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বৃক্ষরোপণের প্রতি তিনি এত গুরুত্বারোপ করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি। খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত পশুপাখি ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের লালন-পালন ও সেবা যত্নের দায়িত্ব মানুষের ওপর অর্পিত। সুতরাং এ উদ্দেশে মানুষ যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে অথবা

জমিতে ফসল ফলায় এবং এ বৃক্ষের ফল ও জমির ফসল কোন মানুষ, পশু অথবা কোন পাখি খায় তবে তা রোপণকারীর জন্য সাদাকা স্বরূপ গণ্য হবে।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিসের মূল শিক্ষা হচ্ছে- শ্রমের মর্যাদা এবং বৃক্ষ রোপণ, কৃষিকাজ এবং সৃষ্টি জীবের প্রতি মানব জাতির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ।

১. মহানবী (স)- এ হাদিসে মানুষকে শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিজে ভোগ করুক বা অপরে ভোগ করুক বা অন্য সৃষ্টি জীব তা ভোগ করুক সে সাওয়াব পাবে।

২. বৃক্ষ মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সৃষ্টি। বৃক্ষ খাদ্য, ছায়া, আশ্রয় দেয়, ও অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখে। সর্বোপরি বৃক্ষের কাছে আমাদের প্রয়োজন অনেক। তাই বৃক্ষ রোপণ করার জন্য মহানবী (স) এ হাদিসে আমাদেরকে তাকিদ প্রদান করেছেন।

৩. যে কেউ ভক্ষণ করুক তাতে সাদকা দানের সমতুল্য সাওয়াব হবে।

৪. এ হাদিসে মহান আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি মানব জাতির দায়িত্ব, কর্তব্য ও দয়া প্রদর্শনের **শিক্ষা** দিয়েছেন এবং সাথে সাথে কর্মীর কোন শ্রমই বৃথা যায় না, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সর্বশেষে আমরা বলতে পারি, আমরা অধিক পরিমাণে গাছ লাগাব, তার যত্ন নেব, ক্ষেত-খামারে অধিক ফসল ফলানোর চেষ্টা করব এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াবের অধিকারী হব।

সারসংক্ষেপ

এ হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, পশু-পাখির প্রয়োজন পূরণ ও এদের উপকার করলে আল্লাহ খুশি হন এবং তাকে কিয়ামতের দিন উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। মানুষ ও পশু-পাখি সকলেরই খাদ্যের প্রয়োজন। তাই পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের খাদ্যের যোগান দেওয়াও মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দান-খয়রাতের পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অতএব প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পশু-পাখির খিদমত এসব বিবিধ কারণেই বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'বৃক্ষ রোপণ অভিযান' পরিচালনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজন আছে কী ?
(ক) নাই (খ) অনর্থক
(গ) লাগানো ভালো (ঘ) অবশ্যই প্রয়োজন

২. বৃক্ষ রোপণ কিসের কাজ ?
(ক) নেকির কাজ (খ) সময় অপচয়
(গ) অনর্থক কাজ (ঘ) গুনাহের কাজ

৩. কারো রোপিত বৃক্ষ থেকে ফল খেলে সাওয়াব হবে ?
(ক) নিজে খেলে (খ) অন্য মানুষ খেলে

(গ) পশু-পাখি খেলে (ঘ) সব কটি সঠিক

৪. পশু-পাখির উপকার করলে কে খুশি হয় ?

(ক) মানুষ খুশি হয় (খ) ফেরেশতা খুশি হন

(গ) আল্লাহ খুশি হন (ঘ) শয়তান খুশি হয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন

রহিম সাহেব একজন দীনদার মানুষ্ তিনি মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন। প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন্

৫। রহিম সাহেবের কাজ কোন হাদীসের কোন আমলের ইঙ্গিত করে ?

(ক) সাদকা (খ) যাকাত

(গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৬। রহিম সাহেব কাজ প্রমাণ করে-

i. তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি ii. তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা

iii. তিনি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব হাফিজউদ্দীন একজন ঈমানদার মানুষ। তিনি ইসলামের ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম,ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি মেনে চলার চেষ্টা করেন। তার পরিবারের অন্যান্য লোকজনও খুব ধার্মিক। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। হাফিজউদ্দীন সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যবসায়ী। তবে তিনি অন্য দশজন ব্যবসায়ী থেকে আলাদা। তিনি ওজনে কম দেন না এবং পণ্যেও কোন ধরনের ভেজাল মেশান না। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার দোকানে সব সময় ক্রেতাদের ভীড় লেগেই থাকে। আয়-উপার্জনও খুব ভালো। কর্মচারিদের তিনি ভালো বেতন দিয়ে থাকেন। ফলে ক্রেতা ও কর্মচারিদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত রাসূলুল্লাহ (স) এমন ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ক. সহীহ বুখারি কী ধরনের গ্রন্থ ? ১

খ. হাদিস কত প্রকার ও কী কী ? ২

গ. জনাব হাফিজউদ্দীন এর কর্মকান্ডে কোন হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে ? ৩

ঘ. মানব জীবনে হাদিস পাঠের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ২। ৩। ৪।

পাঠ-১১: হাদিস-১১ : ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শহীদ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী, ইয়াওমুল কিয়ামাহ, সাদিক।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-(المستدرك للحاكم)

অনুবাদ

১১. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী শেষ বিচারের দিবসে শহীদগণের সাথী হবেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ীর প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁরা কিয়ামতের দিন শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মানুষ সাধারণত অন্যায় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে সাধারণ লোকদের প্রবঞ্চনা করে থাকে। সাধারণ মানুষকে ব্যবসায়ীদের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে হাদিসে সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের এই মহাপুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য হল জীবনের বৈষয়িক উন্নতি লাভের প্রধান হাতিয়ার। এটা কৃষি, চাকরি ও অন্যান্য পেশা থেকে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর রহমতের দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত। রাসূলে করীম (স) স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই ব্যবসা করেছেন। তাঁদের সকলেই মুসলিমদের ব্যবসায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

কিন্তু ব্যবসায়ে যদি সততার পরিবর্তে দুর্নীতি অবলম্বন করা হয় তবে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি অবধারিত। সৎ ব্যবসায়ীদের দুনিয়ায় উন্নতির সাথে সাথে এ হাদিসে তাদের পরকালের উন্নতির সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন নিষ্ঠাবান মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে শহীদগণের সমমর্যাদা দান করা হবে। কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে শহীদগণ মহাসম্মানের অধিকারী হবেন। সেই শহীদগণের সমমর্যাদা লাভ করা একমাত্র সৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষেই সম্ভব। তাই ব্যবসায়ে দুর্নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিস থেকে যেসব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা নিম্নরূপ-

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি মহৎ পেশা।

২. মহান আল্লাহর কাছে সৎ ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।
৩. ব্যবসায়-বাণিজ্যে ফাঁকি-ধোঁকা এবং প্রতারণা গর্হিত কাজ।
৪. সৎ ব্যবসায়ীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স) ভালোবাসেন।
৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা অবলম্বনের জন্য এবং সৎভাবে টিকে থাকার জন্য অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়। এটা জিহাদের তুল্য কঠিন কাজ।
৬. মুসলিম সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে থাকবেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা রক্ষা করা কঠিন কাজ। তাই দুর্নীতিমুক্ত ব্যবাসায়ের ও ব্যবসায়ীর মর্যাদা ইসলামে অনেক উচ্চে। সৎ ব্যবসায়ীকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসখানি অর্থসহ মুখস্থ করুন। নিজে আমল করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'তাজের' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ব্যবসায়ী (খ) চাকরিজীবী
(গ) আমদানীকারী (ঘ) রফতানি কারক।

২। আল্লাহর রহমতের ১০ভাগের কতভাগ ব্যবসায় নিহিত রয়েছে ?
(ক) ৫ ভাগ (খ) ৭ ভাগ
(গ) ৯ ভাগ (ঘ) ১০ ভাগ

৩। কিয়ামতের দিন কারা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে ?
(ক) সৎ ব্যবসায়ী (খ) সৎ চাকরিজীবী
(গ) সৎ কৃষক (ঘ) দাওয়াত দানকারী

৪। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন -
i. একজন সৎ ব্যবসায়ী
ii. একজন নবী ও রাসূলুল্লাহ
iii. একজন পথ-প্রদর্শক
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী ?
৫। উদ্দীপকে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ?
(ক) ২দুটি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৬। কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম বলে বিবেচিত ?

i. মুমিন
ii. যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে
iii. যে নিজের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাসান একজন মুদি দোকানদার। প্রথম দিন থেকেই সে সৎভাবে দোকানে খাঁটি মালামাল বিক্রি আরম্ভ করেন। ওজনও ঠিকঠাক মত দেন। এতে তার সুনাম ও খ্যাতি মহল্লায় ছড়িয়ে পরে। দোকানে বিক্রিও বেড়ে যায়। অপরদিকে পাশের দোকানি তারেকের কাস্টমার দিন দিন কমে যেতে থাকে। তাই একদিন তারেক হাসানকে বললেন-এত সৎভাবে তুমি দোকান বেশি দিন চালাতে পারবে না। প্রতি উত্তরে হাসান বললেন, আমার ব্যবসায় লাভ কম হলেও আখিরাতে শহীদগণের সাথী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ক. বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? ১
খ. 'ব্যবসায় করা রাসূলের সুন্নাত'- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. দোকানদার হাসানের মধ্যে কোন বিশেষ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাসানের দৃষ্টিভঙ্গি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠ-১২: হাদিস-১২ : আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফী- ছাবিলিল্লাহ, মু'মিন, খলিফা, আল্লাহর পথে জিহাদ।

عَنْ اَبِىْ سَعِيدن الْخُدْرِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ-(بُخَارِىْ)

অনুবাদ

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলাহলো, হে রাসূল! কোন্ ধরণের মানুষ সর্বোত্তম? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এমন মুমিন যে নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (বুখারি)

শব্দার্থ

اى الناس- কোন মানুষ। افضل- সর্বোত্তম। مؤمن- মু'মিন। يجاهد- জিহাদ করে। فى سبيل الله- আল্লাহর পথে। بنفسه- নিজের জীবন। و ماله- এবং তার ধন-সম্পদ।

ব্যাখ্যা

মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে দ্বীনকে কায়েম রাখার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। সুতরাং যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং নিজের ধন-সম্পদকেও আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেবে মহান আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিস থেকে আমরা বাস্তব জীবনে নিম্নোক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি–

১. যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চায় তার উচিত ঐ বিষয় সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তিকে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করা।

২. মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু জ্ঞান গরিমায় ও আমলের কারণে মর্যাদায় পার্থক্য আছে।

যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত- ৪৯ : ১৩)

৪. মানুষের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে।

৫. জিহাদ বিভিন্ন রকমে হতে পারে- জীবন দিয়ে, ধন-সম্পদ দিয়ে, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কিংবা শিল্প সাহিত্য ও বুদ্ধিমত্তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে।

৬. মুমিনের আদর্শ হলো সত্য প্রতিষ্ঠা করা। কোন অন্যায় তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারবে না।

৭. অন্যায় বিদূরিত করার জন্য প্রয়োজনে জানমাল বাজী রাখতে হবে।

সারসংক্ষেপ

একজন মুসলমানের প্রত্যাশা হলো সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মুমিন হওয়া। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আমাদেরকে মুমিন ও আল্লাহর পথের সৈনিক হতে হবে। একজন মুমিনের পরম প্রত্যাশা হলো আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা। মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই আমাদের জীবন ও সম্পদ তাঁর পথে উৎসর্গ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা
(খ) বড় নেতা হওয়ার চেষ্টা করা
(গ) বীর হওয়া
(ঘ) পরাজিত করা

২। মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য কোনটি ?

(ক) শিক্ষক হওয়া
(খ) আল্লাহর দীদার লাভ করা
(গ) ব্যবসায়ী হওয়া
(ঘ) বড় চাকরিজীবী হওয়া

৩। মুমিনের আদর্শ কোনটি ?

(ক) সত্য প্রতিষ্ঠা করা
(খ) নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা
(গ) পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকা
(ঘ) আত্মীয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা

৪। জিহাদ বিভিন্ন রকম হতে পারে -

i. জীবন দিয়ে
ii. ধন-সম্পদ দিয়ে
iii. জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আমেনা ও আছিয়া দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তারা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধার্মিক। আমিনা সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাকে বিভিন্নভাবে টাকা-পয়সা অপচয় করতে দেখা যায়। কিন্তু আছিয়া সচ্ছল হলেও সে টাকা-পয়সা অপচয় না করে জমানোর চেষ্টা করে। সে গরিব-দুঃখীদের অভাব মোচনের চেষ্টা করে ও আল্লাহর পথে ব্যয় করে। আছিয়ার দেখাদেখি আমিনাও টাকা-পয়সা জমিয়ে গরিব-দুঃখীর অভাব মোচনে মন দেয় এবং দ্বীনের পথে আত্মনিয়োগ করে।

ক. জিহাদ মানে কী ? ১
খ. আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে কী বোঝায় ? ২
গ. কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম ? কেন ? বুঝিয়ে লিখুন ৩
ঘ. আমেনা ও আছিয়ার কর্মকান্ড উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-১৩: হাদিস-১৩ : হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফরয, হালাল, উপার্জন, হারাম উপার্জন, পবিত্র বস্তু।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অনুবাদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : (অন্যান্য) ফরয পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয। (বায়হাকী)

শব্দার্থ

كسب- উপার্জন। الحلال- হালাল। فريضة- ফরয। بعد- পরে।

ব্যাখ্যা

সালাত, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জ্ঞান অর্জন করা, জিহাদে অংশগ্রহণ করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখা ইত্যাদি মুসলিমদের ওপর ফরয, । আর এর মাঝে অন্যতম ফরয হলো সম্পদ উপার্জনে হালাল পথ অবলম্বন করা। হাদিস দ্বারা ইসলামে জীবিকা নির্বাহের অবৈধ পথকে হারাম করা হয়েছে।

শিক্ষা

এ হাদিসের বক্তব্য থেকে বাস্তব জীবনে যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তা হলো-

১. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্বশর্ত হলো হালাল উপার্জন।
২. উপার্জনে সৎপথ অবলম্বন করাকে ইসলাম ফরয করে দিয়েছে।
৩. হারাম পথে সম্পদ উপার্জন হালাল সম্পদকে কলুষিত করে।
৪. মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের সবার উচিত হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করা।
৫. রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে খাদ্য উপার্জন করার জন্য তাকিদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– "নিজ হাতে উপার্জন করার চেয়ে উত্তম খাবার কেউই খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।" (বুখারি)
৬. হারাম উপার্জনকারীর ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।
৭. হারাম উপার্জনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে হারাম উপার্জন ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। আল্লাহ বলেন– "হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তোমরা তা থেকে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না"। (সূরা বাকারা-২:১৬৮) একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবিকা নির্বাহের সকল উপকরণ বৈধ ও সঠিকভাবে হওয়া উচিত। হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে আল্লাহর ধ্যানে পীর-সন্ন্যাসী হলেও পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই আমাদেরকে উপার্জনে হালাল পথ অবলম্বন করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	হালাল উপার্জনের উপায় এবং হারাম উপার্জনের বিষয়গুলোর পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করে টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'হালাল' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) জোরপূর্বক উপার্জন (ঘ) নীতিহীন

২। 'ফরয' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ইচ্ছাধীন (খ) অত্যাবশ্যক
(গ) কম গুরুত্বপূর্ণ (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ নয়

৩। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পূর্ব শর্ত কোনটি ?

(ক) হালাল উপার্জন (খ) বাড়ি নির্মাণ
(গ) গাড়ি ক্রয় (ঘ) জমি ক্রয়

৪। কোন ফরয আদায়ের পর হালাল উপার্জনের স্থান ?

i. নামায ii. রোযা iii. হজ্জ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জন করা অবৈধ। সুতরাং হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- যে ব্যক্তির শরীরের রক্ত-মাংস হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ঘঠিত- সেই শরীর জান্নাতে যেতে পারবে না।

৫। হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা কী ?

(ক) ফরয (খ) হারাম
(গ) সুন্নাত (ঘ) মুস্তাহাব

৬। যে ব্যক্তির রক্ত-মাংস হারাম দ্বারা ঘঠিত সে কোথায় প্রবেশ করবে ?

(ক) বেহেশতে (খ) জাহান্নামে
(গ) মসজিদে (ঘ) ঘরে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হারুন সাহেব একজন বড় চাল ব্যবসায়ী। তিনি চালের আরতে বিভিন্ন মূল্যের নানা রকম চাল বিক্রি করেন। পাইকারী কিংবা খুচরা কোন ক্রেতার নিকটই চালের দোষ-ত্রুটি গোপন করেন না। এক ধরনের চাল দেখিয়ে অন্য ধরনের চাল বিক্রি করেন না। অপর দিকে তেল ব্যবসায়ী গণি মিয়া প্রথম দিকে খাঁটি তেল বিক্রি করলেও দোকান চালু হয়ে যাবার পর খাঁটি তেলের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অধিক মুনাফার দিকে মন দেয়, এমনকি ওজনেও কম দিতে থাকে । একদিন হারুন সাহেব তেল ব্যবসায়ী গণি মিয়াকে ডেকে বললেন সৎভাবে ব্যবসায় করা ফরয।

ক. ফরয কী ? ১

খ. 'নিজ হাতে উপার্জন করার চেয়ে উত্তম খাবার কেউই খায়নি'- হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হারুন সাহেব ও গণি মিয়ার চরিত্রের পার্থক্য কোথায় ? ৩

ঘ. হাদিসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন । ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ

পাঠ-১৪: হাদিস-১৪ : তিনটি ভালো কাজ যা মৃত্যুর পরও উপকারে আসে

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমল, সাওয়াব, সাদাকা জারিয়া, উপকারি বিদ্যা, সৎ সন্তান, ইনসান।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهٗ-

অনুবাদ

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের সাদাকায়ে জারিয়া, এমন ইলম বা বিদ্যা যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয় এবং সুসন্তান যে সন্তান তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম)

শব্দার্থ

مات- মৃত্যুবরণ করে। الانسان- মানুষ। انقطع- বন্ধ হয়ে যায়। عمله- তার কাজ। صدقة جاريه - সাদাকা জারিয়া। علم- জ্ঞান। ينتفع- উপকার সাধিত হয়। ولد صالح- সু সন্তান। يدعوله- তার জন্য দু'আ করে।

ব্যাখ্যা

কোন মানুষই পৃথিবীতে চিরদিন বেঁচে থাকবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকি পরিবার-পরিজনের স্মৃতিপট হতেও মুছে যাবে। কিন্তু এমন কতকগুলো উত্তম কর্ম আছে যেগুলো ঠিকভাবে করে যেতে পারলে দুনিয়াবাসীর নিকট অমর হয়ে থাকবে। অত্র হাদীসে সেই কাজগুলোর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষা

হাদিসের মাধ্যমে আমরা বাস্তব জীবনে যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তাহলো–

১. পার্থিব জীবন পরকালের কর্মক্ষেত্র স্বরূপ।
২. দুনিয়ার জীবনের কাজের ভিত্তিতেই পরকালের সুখ-দুঃখের পুরস্কার নির্ধারিত হবে।
৩. যে জ্ঞান বা বিদ্যা মানব জাতির কল্যাণে আসে, এ ধরনের জ্ঞান অর্জন ও প্রসার করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৪. ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আমাদেরকে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যেমন হাসপাতাল, সেতু, এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
৬. নিজে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করব এবং অন্যকেও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাগিদ প্রদান করব।
৭. পিতা-মাতা যখন আল্লাহর নিকট সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করে ও রহমত কামনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তা কুবল করে নেন।
৮. সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।
৯. সন্তানদের দায়িত্ব হল পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত ইসলামি আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালের কাজে আসবে এবং সন্তান সন্ততিকে এমন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন যারা মৃত্যুর পর পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করবে। এমন মানব কল্যাণ মূলক কাজ বহুদিন পর্যন্ত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, জনকল্যাণমূলক কয়েকটি কাজের তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'দু'আ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পিতা-মাতার নিকট চাওয়া (খ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা
(গ) ভাই-বোনের নিকট চাওয়া (ঘ) শিক্ষকের নিকট চাওয়া

২। কয় ধরনের আমল সর্বদা অব্যাহত থাকে ?

(ক) ৩ ধরনের (খ) ৫ ধরনের
(গ) ৭ ধরনের (ঘ) ১১ ধরনের

৩। যে কাজগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসনীয় তা হলো -

i. সাদাকায়ে জারিয়া ii. উপকারী জ্ঞান iii. সু-সন্তান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা আনিস একজন বড় আলিম ও ইসলামি গবেষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক হাদিসগ্রন্থের অনুবাদ করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুত্র-কন্যাগণও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামাজিক দিক থেকেও তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। বস্তুত তিনি একজন সার্থক মানুষ।

ক. সাদাকায়ে জারিয়া কী ? ১

খ. ইসলামে ভালো বই-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. নেক সন্তান কীভাবে উপকারী ? বুঝিয়ে লিখুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আল্লামা রহিমউল্লাহ অবদান হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ঘ

পাঠ-১৫: হাদিস- ১৫ : হারাম খাদ্যের পরিণাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য **ব্যাখ্যা** করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হারাম, দোযখ, নার, জান্নাত।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ-

(رواه احمد، الدارمى واالبيهقى فى شعب الايمان)

অনুবাদ

১৫. হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর প্রত্যেক হারাম মাল দ্বারা গঠিত দেহের জন্য দোযখই শ্রেষ্ঠ স্থান। (আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

শব্দার্থ

لايدخل-প্রবেশ করবে না। الجنة-জান্নাত, বেহেশত, স্বর্গ। لحم-গোশত, মাংস نبت- গঠিত, বেড়ে উঠেছে, উৎপন্ন হয়েছে। السحت- হারাম বস্তু, ঘৃণিতসম্পদ, অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ। كل- সমস্ত, সকল, সব। النار- দোযখ, আগুন, اولى- অধিক উপযুক্ত, উত্তম, যথেষ্ট, শ্রেষ্ঠতম।

ব্যাখ্যা

আমরা যে সকল বস্তু খাই, তার নির্যাস বা সার পদার্থ আমাদের দেহের শিরা-উপশিরায় ও রক্তে মিশে দেহকে সবল, সতেজ ও কর্মক্ষম করে। শারীরিক অবকাঠামো গড়ে তোলে, বৃদ্ধি ঘটায়।

আল্লাহ তা'আলা এ নিখিল বিশ্বে আমাদের জীবিকার জন্য সব রকম আয়োজন করেছেন। আমাদের দেহ গঠন ও পরিপুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তা হালাল ও বৈধ উপায়ে উৎপাদন ও উপার্জন করার জন্য বলেছেন। আমাদেরকে বৈধটা গ্রহণ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যেসব পবিত্র বস্তু দান করেছি তোমরা তা থেকে আহার করো।" (সূরা বাকারা-২ : ১৭২)

আমাদের এ রিয্ক বা জীবিকা দু'রকমের। হালাল ও হারাম। আল্লাহ হালাল বা বৈধ রিয্ক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর হারাম বা অবৈধ বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আবার দ্রব্যের মধ্যে কিছু আছে যা এমনিতেই আমাদের জন্য খাওয়া বা গ্রহণ করা অবৈধ ও হারাম। এ হারাম বস্তু খেয়ে আমাদের যে শরীর হবে; তা জাহান্নামের উপযুক্ত।

শিক্ষা

এ মহান বাণী থেকে আমরা যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তা হলো :

১. হালাল উপার্জন করে হালাল রিয্ক খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।
২. হারাম উপায়ে অর্জিত ও উপার্জিত জীবিকার দ্বারা গঠিত শরীরের রক্ত-মাংস অপবিত্র।
৩. হারামের শরীর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।
৪. হারামের দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জাহান্নামের আগুনে তা দগ্ধ হবে।

সারসংক্ষেপ

অবৈধ সম্পদের দ্বারা লালিত-পালিত দেহ জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তাই হারাম উপার্জন সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যত কষ্টই হোক হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালালের দিকে সকলেরই আসা অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হারাম বস্তুর একটি তালিকা তৈরী করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'হারাম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) নিরপেক্ষ (ঘ) নিষিদ্ধ

২। 'রিযিক' কয় ধরনের ?

(ক) ২ ধরনের (খ) ৪ ধরনের

(গ) ৬ ধরনের (ঘ) ৮ ধরনের

৩। হারাম রিযিকে পরিপুষ্ট দেহ কোথায় যাবে ?

(ক) জান্নাতে (খ) জাহান্নামে

(গ) আকাশে (ঘ) পাতালে

৪। 'জান্নাত' শব্দের অর্থ হলো -

i. বেহেশত ii. বাগান iii. স্বর্গ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

তোমরা উত্তম ও পূত-পবিত্র বস্তু খাও, যা আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি।

৫। কোন ধরনে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে না ?

(ক) যে মানুষ হারাম খায় (খ) মোটা মানুষ

(গ) খাট মানুষ (ঘ) লম্বা মানুষ

৬। হাদীসে কোন ধরনের রিজিক থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে ?

i. হারাম পথে উপার্জিত রিজিক ii. অপবিত্র বস্তু

iii. অপবিত্র পানীয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-

এক সময় শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় একদল উশৃঙ্খল তরুণদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। তাদের গলায় থাকত চেইন, হাতে চুরি, চোখে কালো চশমা। তারা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করত। কখনো তাদের ব্যাগ ধরে টান দিত। সময় সুযোগমত তারা পথচারীদের নিকট থেকে মালামাল লুট করে নিত। এরা খুব একটা লেখা-পড়া করেনি। পরবর্তীকালে একদল শিক্ষিত চোরের আবির্ভাব ঘটে। এরা মানুষকে হয়রানী করে অফিসের কোন কাজ করে দিবে বলে কিংবা ব্যাংক থেকে উন্নত প্রযুক্তিগত কৌশলে টাকা লুট করে। এরা সমাজের কলংক।

ক. হালাল রিযিক কী ? ১

খ. 'যে শরীরের মাংস হারাম থেকে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হাদিসের শিক্ষা বুঝিয়ে লিখুন। ৩

ঘ. 'আজকাল একদল শিক্ষিত চোরের আবির্ভাব হয়েছে'-হাদিসের আলোকে এদের পরিণতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ